অধ্যাপক ও মন্দ-আত্মার উপর যীশুর ক্ষমতা

মার্ক ১:২১-২৮

ক্ষমতা সর্বদা মানুষকে লালায়িত করে। আমাদের সমাজে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মাথা উঁচু করে চলে। সব জীবিকার মানুষ শারীরিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার পেছনে ছুটে চলেছে। এই ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা নিজের বিবেককে বিক্রি করি, বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করি, মন্দের সঙ্গে আঁতাত করি, বা কপটতার আশ্রয় নিই। আবার, আমরা ক্ষমতাবান লোকদের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসি, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, বা অনেকে আবার শুধু ক্ষমতার লোভে বিয়ে পর্যন্ত করি।

ক্ষমতা সম্বন্ধে জগতের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রকৃত ক্ষমতার অপব্যবহার বা দূষণ মাত্র। তাই, মানুষের চরম ক্ষমতা সর্বদা চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। আমাদের পাপে পতিত ও দূষিত স্বভাবই এর জন্য দায়ী। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত ক্ষমতা যখন তাঁর দাসের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়, তা ধবংস নয় কিন্তু গঠনমূলক কাজ করে।

এই সত্য আমরা যীশুতে পূর্ণ হতে দেখেছি। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। তাই, তিনি তাঁর ক্ষমতা নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে নয়, কিন্তু মানুষের সেবায় ব্যবহার করেছেন। লোকদের নিজের প্রতি আকর্ষিত করার জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের করুণাকে প্রকাশ করতে ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন।

পৃথিবীতে বিশ্বাসী আমাদের যীশু তাঁর প্রতিনিধি করে রেখেছেন, আমাদের তাঁর কাজ সাধন করতে প্রেরণ করেছেন (যোহন ২০:২১); এমনকি তাঁর থেকেও মহৎ কাজ (যোহন ১৪:১২) করবার কথা বলেছেন। তাই, আমাদের দায়িত্ব তাঁর দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, সঠিক পথে ব্যবহার করা। এই কাজ করতে হলে, তাঁকে আমাদের আদর্শ করতে হবে, তাঁর কাছ থেকে শিখতে হবে।

ক। অধ্যাপকদের উপর তাঁর ক্ষমতা (২১, ২২ পদ)

বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ এবং শিক্ষা দান। পার্থিব পরিচর্যাকালে তাঁর রীতি অনুসারে, যীশু প্রায়ই সমাজগৃহে যেতেন (লুক ৪:১৬)। শুধু যাওয়া নয়, উপদেশও দিতেন (যোহন ১৮: ২০)। এর অর্থ, ব্যবস্থা বা ভাববাদী থেকে একটি অংশ পাঠ করে যীশু তাঁর ব্যখা ও প্রয়োগ করতেন। অন্যান্য অধ্যাপকেরা একই কাজ করলেও, তাদের সঙ্গে যীশুর পার্থক্য ছিল। যীশু ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর শিক্ষায় তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ছিল। তাই, সকলে চমৎকৃত হত (মথি ৭:২৮, ২৯)। এই পার্থক্যের পিছনে কারণগুলি কী হতে পারে?

(১) তিনি সত্য প্রকাশ করতেন (যোহন ১৪:৬;১৮:৩৭)। অধ্যাপকেরা নিজেদের প্রয়োজনে সত্যকে বিকৃত করত (মথি ৫:২১ . . .)।

(২) তিনি জীবনের মহৎ, গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী (জীবন, মৃত্যু) বিষয় বলতেন। কিন্তু অন্যরা সামান্য বিষয়কে বড় করে দেখাত (মথি ২৩:২৩)।

(৩) তাঁর উপদেশে লোকদের জন্য ভালোবাসার প্রকাশ ছিল। কিন্তু অধ্যাপকদের উপদেশে ভালোবাসা ছিল না (মার্ক ১২:৪০)।

(৪) তিনি ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন, তাঁর শিক্ষা ঈশ্বর ও শাস্ত্র থেকে আসত (যোহন ৮:২৬)। অধ্যাপকেরা অন্যদের কথা উদ্ধৃত করত।

২। অশুচি-আত্মার উপর তাঁর ক্ষমতা (২৩-২৮ পদ)

C. S. Lewis এমন কথা বলেছেন, "শয়তান সম্পর্কে আমরা দুটি ভুল করি। তার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অথবা তার সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর আগ্রহ প্রকাশ। শয়তান দুটোতেই আনন্দিত হয়।" বাইবেল শয়তানের অস্তিত্বে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়।

সমাজগৃহে অধ্যাপকদের উপস্থিতি স্বাভাবিক, কিন্তু অশুচি-আত্মা বা মন্দ-আত্মা বা শয়তানের উপস্থিতিও অস্বাভাবিক নয়। কারণ,

(ক) শয়তান সর্বদা ধর্মপ্রিয়, সে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসও করে- যদিও তাঁর ভজনা করে না (যাকোব ২:১৮, ১৯)।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সে যীশুকে ভালোভাবেই চেনে, তিনি যে মাংসে মূর্তিমান ঈশ্বর, একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ ("ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি," এবং "নাসরতীয় যীশু")।

(খ) শয়তান সর্বদা তার খাদ্যের খোঁজ করে চলেছে, যাদের উপর সে তার কর্তৃত্ব স্থাপন করবে (২৪ পদ, লুক ২২:৩১)। তাই, আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে (১পিতর ৫:৮; ২করি. ১১:১৩-১৫)।

(গ) শয়তান নিজে ভজনা পেতে চায় (যিশা ১৪:১২-১৪; মথি ৪:৯; প্রকা ১৩:১৫; ইফি. ৬:১২)।

নতুন নিয়ম থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সব রোগ-ব্যধিই মন্দ-আত্মার কাজ নয়; আবার পাগলামি বা মস্তিষ্ক-বিকৃতিও এর ফল নয় (মার্ক ১:৩২-৩৪; ৬:১৩; লুক ৪:৪০, ৪১)। (৪ মাস ধরে ভূতে-ধরার কথা বলে ওঝা-গুনিনদের দ্বারা শিকলে বেঁধে রাখার ঘটনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/৬/০৩)। কিন্তু, মন্দ-আত্মাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ, কোন ব্যক্তির উপর তার থেকে পৃথক মন্দ-আত্মার কর্তৃত্ব ও তার কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যীশুর ক্ষমতা শয়তানের থেকে অনেক বেশি (যীশুর প্রকৃত বিশ্বাসী, যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বাস, তাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব নেই)।

(১) যীশু কিন্তু শয়তানের প্রশংসা-বাক্যে তার সঙ্গে আপোস করলেন না।

(২) তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যীশু সেই মন্দ-আত্মাকে তার থেকে বের করে দিলেন। তিনি মশীহ, অশুচি-আত্মাও তাঁর কথা শুনতে বাধ্য (যিশা ৩৫:৫-৬)। মানুষটি রক্ষা পেল।

আপনি কি ঈশ্বরের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে, নিজেকে বড় করেন? নিজের প্রতি লোকদের আকর্ষিত করেন? লোকের ভিড়ে আত্মতুষ্টি করেন? নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেন? নাকি, তাঁর গৌরব করেন? মানুষের সেবা ও পরিত্রাণে সাহায্য করেন? আসুন, তাঁকে অনুসরণ করি, তাঁর উত্তম ধনাধ্যক্ষ হই।